যুগান্তর

তারিখ ০5 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ইন্সটিটিউট ও হলের কাজ বন্ধ করল ছাত্রলীগ নামধারীরা

রংপুর ব্যুরো

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইন্সটিটিউট ভবন ও শেখ হাসিনা ছাত্রী হলের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছে ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীরা। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে দাবি করা চাঁদা না পেয়ে তারা রোববার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ওই দুটি ভবনের নির্মাণকাজের মালামাল পরিবহন বন্ধ করে দেয়।

জানা গেছে, বেরোবির ছাত্র-শিক্ষকদের উচ্চতর গবেষণার জন্য ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইন্সটিটিউট এবং ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে শেখ হাসিনা হল নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয় ৭ দিন আগে। রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ১০ তলা ভবনটি ২৬ কোটি টাকা ও ছাত্রী হল ভবন ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হবে। হাবিব অ্যান্ড কোম্পানি ও আবদুস সালাম নামে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র পেয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবন দুটি ২০ ডিসেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা রয়েছে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যক্ষদর্শী ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের একটি সূত্র জানায়, ছাত্রলীগ নামধারী একদল সন্ত্রাসী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ৫০ লাখ টাকা দাবি করে। চাঁদা না পেয়ে তারা রোববার দুপুরে নির্মাণকাজের জন্য ৭টি ট্রাকে করে আনা পাথর নির্মাণাধীন স্থানে ফেলতে বাধা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগ বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশের উপস্থিতিতে ট্রাক থেকে পাথর নামার কাজ শুরু করেন শ্রমিকরা। ৩টি ট্রাকের পাথর নামার পর পুলিশ ঘটনাস্থল ত্যাগ করলে ওই সন্ত্রাসীরা ফের সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের মারধর করে পাথর নামানোর কাজ বন্ধ করে দেয়। বিকালে পুলিশ আবারও ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে শ্রমিকরা পাথর ফেলার কাজ শুরু করেন।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক আবদুস সালাম ও হাবিব অ্যান্ড কোং এর ম্যানেজার মিজানুর রহমান মুকুল জানান, দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র সংগঠনের পরিচয় দিয়ে ১৫-২০ জন ছাত্র প্রকল্প এলাকায় এসে জানায়, তাদের সঙ্গে কথা না বলে নির্মাণকাজ করা যাবে না। এই বলে ট্রাক থেকে নির্মাণসামগ্রী ফেলতে বাধা দেয়। একপর্যায়ে তারা শ্রমিকদের ওপর চড়াও হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বরত উপপরিদর্শক এরশাদ হোসেন জানান, কিছু ছাত্র এসে বাধা দেয়ায় কাজ বন্ধ ছিল। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র সংগঠন ওই নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কাছে মোটা অংকের টাকা দাবি করে আসছে। বিষয়টি আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম যুগান্তরকে জানান, একটি ছাত্র সংগঠনের নামে কে বা কারা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজের মালামাল পরিবহনে বাধা দিয়েছে বলে শুনেছি। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন অবগত আছে। অভিযোগের বিষয়ে বেরোবি ছাত্রলীগের সম্পাদক মাহমুদ হাসান বলেন, যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি এরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। বহিরাগতরা এমনটি করেছে।